চার বৌ

(যখন দেখিবে সমাজে সাধারণ ও সুস্পষ্ট মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মুসলমান তাড়িয়া মারিতে আসে, তখন বুঝিবে মুসলমানদিগকে বিপথগামী করিতে শয়তানের বিজয় সম্পুর্ণ হইয়াছে। - অজানা)

তোমার জন্য অনন্ত বিরহে সমস্ত অস্তিত্ব মন্থন করে গেয়ে উঠব, "এই রাত তোমার আমার......."। দীর্ঘশ্বাসে সারারাত জেগে থাকব নিদ্রাহীন, "না পুছো ক্যায়ছে ম্যায়নে র‍্যন বিতায়ী..... - সারাটা রাত কি করে আমার কেটেছে জিজ্ঞেস কোর না"। তোমার মায়াময় মুখের একবিন্দু তিলের মুল্যে বিক্রী করে দেব পুরো বোখারা আর সমরকন্দ, শের-শায়েরীতে, কাব্যে-গজলে উপন্যাসে-গল্পে তোমার বিরহে বুকফাটা অশ্রু ফেলব নিরন্তর। শাজাহান হয়ে তাজমহল গড়ব তোমার নামে, যক্ষ হয়ে পাঠাব কালজয়ী মেঘদূত। শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী - অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা - তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা - মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেব খোঁপায় তারার ফুল।

কিন্তু বিয়ে তালাক উত্তরাধিকারে সমান অধিকার? সংসারে সমান মর্য্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমান অধিকার? চাকরিতে সমান সুবিধে? সমাজে-পরিবারে সমান অধিকার, সম্মান?

উঁহু, উঁহু! নৈব নৈব চ', প্রিয়া, দেব না দেব না সখী!! স্যরি, মাই লভ!!!

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আমি বহুবিবাহের বিপক্ষে নই, বরং ওটা নিয়ন্ত্রনের পক্ষে। কারণ বহুবিবাহের অনিবার্য্যতা এবং উপকারিতা ছোটবেলা থেকে আমার নিকট-আত্মীয়ের মধ্যেই চাক্ষুষ দেখেছি আমি, এর কোন বিকল্প নেই আমাদের সমাজে। কোরাণে বহুবিবাহকে উৎসাহিত করাও হয়নি বরং শুধু অনুমতি দেয়া হয়েছে শর্ত-সাপেক্ষে। এমনও বলা হয়নি যে বৌয়ের সংখ্যাটা ইমানের মাপকাঠি, এমনও নয় যে যার ঘরে চার বৌ আছে সে অন্যের চেয়ে আরও ভালো মুসলমান। তবু বিষয়টাকে চিরকাল বিবেকবান মুসলিম/অমুসলিমরা সমালোচনা করেছেন। কারণ যেভাবে প্রথাটা পালন করা হয় তাতে মেয়েদের মানবাধিকার নিদারুণ ভাবে ক্ষুন্ন হয়। সেই সাথে তাঁদের অপমানও হয়। সব্বাই এতে একমত, জামাতি-অজামাতি-বেজামাতি-আধাজামাতি-সোয়াজামাতি-পোনেজামাতি-পুরাজামাতি-মহাজামাতি-পাতিজামাতি-মুরতাদ জামাতি (ভুতপুর্ব জামাতি, যে কিনা অভুতপুর্ব ভাবে জামাত ছেড়ে দিয়েছে, এদের মৌদুদি "মুরতাদ" বলেছেন) সবাই এমনকি এ আইনের ঘোর সমর্থকরা-ও নিজের মেয়ে-বোনের জন্য অবিবাহিত বর খোঁজেন। সতীনের সংসার এমনই নরক।

সংসারকে সমাজের একক ধরা হয়। কিন্তু সতিনের সংসার এককেন্দ্রিক না হয়ে বহুকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ সতীনের সংসার মানেই "জ্বলি উঠে শিখা ভীষন মন্দ্রে, ধুমায়ে শুন্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে, লুপ্ত করিছে সূর্য্য-চন্দ্রে"। অর্থাৎ শাড়ীটা কোমরে কষে পেঁচিয়ে তীক্ষ্ন তারগ্রামে বামাকন্ঠের নিরন্তর অক্লান্ত চিঁ চিঁ গালাগালি। সেখানে অ্যাটমস্ফিয়ার (আবহাওয়া) সর্বদাই অ্যাট মোষ্ট ফিয়ার (আতংকের)। আর মা'য়েদের থাকে নিরন্তর সংগোপন প্রচেষ্টা, নিজের নিজের বাচ্চাগুলোর পাতে একটু বেশী মাছটা বা ডিমটা দেবার প্রতিযোগিতা। সময়ের সাথে আলগোছে সেটা রূপ নেয় বিভিন্ন গোপন চিন্তা ও ষড়যন্ত্রের - মাদক-নেশার মত বাড়তে থাকে তার ডোজ - কখনো কখনো সেটা খুন-খারাপিতেও গড়ায়। সেই সাথে থাকে পরিবারের বাইরের সমব্যথীদের "আহা! আহা!" সমবেদনা আর প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মারাত্মক শলাপরামর্শ। যে ভাই-বোনেরা বড় হয়ে উঠতে পারত ভালোবাসার বিনিসুতোর মাল্য-বন্ধনে,- বেড়ে ওঠে পরস্পরের শত্রু হয়ে। সৎ-মা বা সৎ-ভাই-বোনদের প্রতি ক্রমাগত ঘৃনা-তিক্ততা-দুর্ব্যবহারের অভ্যাস তাদের সারা জীবনের প্রতি সমাজের প্রতি দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে পারে। যেটা অবধারিত ঘটে

সেটা হল বড় হয়ে নিজের পিতাকে সমস্ত তিক্ততার জন্য মনে মনে দায়ী করা। এক সময়ের প্রচন্ড পিতা বয়সের আঘাতে যখন হয় দুর্বল তখন পুত্র-কন্যার সস্নেহ আশ্রয় তার শুধু দরকারই নয়, বরং জীবনের পাত্রে তার তৃপ্ত শেষ চুমুক। অথচ সেই পিতা তার পুত্র-কন্যার কাছ থেকে শুধু ঘৃনা-ই পেতে থাকে আমৃত্যু।

"জ্বলি উঠে শিখা ভীষন মন্দ্রে"র পরেও বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া আছে কোরাণে, সারা কোরাণের ৬৬৬৬ বাক্যের একটা মাত্র জায়গায়, সুরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে। কিন্তু আমি ২ থেকে ১০ পর্য্যন্ত দেখতে বলি সবাইকে।

"এতিমদের তাদের সম্পদ বুঝাইয়া দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করিও না। আর তাহাদের ধনসম্পদ নিজেদের ধনসম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা গ্রাস করিও না। নিশ্চয় ইহা বড়ই মন্দ কর্ম। আর যদি তোমরা ভয় কর যে **এতিম মেয়েদের হক যথাযথ ভাবে পুরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে সেই সব মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভালো লাগে** তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া নাও **দুই, তিন বা চারটি পর্য্যন্ত**। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে তাহাদের মধ্যে ন্যায়াসংগত আচরণ করিতে পারিবে না তবে একটিই"।

ধরুন, ফারাক্কা বাঁধের অভিশাপের ওপরে কথা হচ্ছে এরকমঃ- "ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের জন্য এক নিদারুন মরণফাঁদ। প্রধানতঃ পদ্মার পলিমাটি দিয়া বাংলা-অববাহিকা গঠিত। পদ্মা নদী দিয়া চিরকাল পঁয়ষট্টি হাজার কিউসেক পানি আসিত, পলিমাটি আসিত বছরে সাড়ে ছয় হাজার কোটি মন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফারাক্কার ফলে বাংলাদেশে সাতানব্বই সালের গ্রীষ্মে পানি আসিয়াছে মাত্র সাড়ে ছয় হাজার কিউসেক এবং এখন বছরে সাধারণতঃ পোনে চার হাজার কোটি মন পলিমাটি আসে। উত্তরবঙ্গের জমিতে ইতিমধ্যেই মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে"। কেমন লাগল? ফারাক্কার ভেতরে হঠাৎ হিটলার? এটা অস্বাভাবিক। কোরাণের বিষয়টা আগাগোড়াই যখন **এতিম মেয়েদের হক**" নিয়ে, তখন "**সেই সব মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভালো লাগে** " আয়াতটার মধ্যে হঠাৎ "লন্ডনী-কইন্যা" বা "মমির দেশের মেয়ে" ঢুকে গেলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ওই ফারাক্কার মধ্যে হিটলার ঢুকে যাবার মতন। আয়াত ২,৩, ৬, ৮, ৯, ১০ এর মূল বিষয়বস্তুটাই হচ্ছে এতিমদের সম্পত্তি এবং তার রক্ষাকবচ। তার মধ্যে হঠাৎ করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করার কথা আসে কি করে? অমন কথা কেউ বললে বুঝতে হবে এতিমের সমস্যার কথা তোলার পর কোরাণ কোন ব্যবস্থা না করেই চুপ হয়ে গেল। সম্ভব? অথচ প্রায় সব কোরাণে আমরা দেখি আয়াত তিনের অনুবাদের মর্ম হল যদি আমরা মনে করি এতিমের অধিকার রক্ষা করতে পারব না, তাহলে পছন্দমত দুনিয়ার যে কোন মেয়ে বিয়ে করে ফেলব সর্বোচ্চ চার পর্য্যন্ত।

পাঠক! মানুষের মাথাটার ওজন কয়ের সের। ওই কয়েক সেরের ঐশী মেশিনটাকে বোঝা করে ঘাড়ের ওপর গাধার মত বইবার জন্য আমাকে-আপনাকে দেয়া হয়নি, খাটানোর জন্যই দেয়া হয়েছে। মাথাটাকে চলুন এবারে একটু খাটাই।

১। সংশ্লিষ্ট আয়াতঃ- নিসা ১২৯, - "তোমরা কখনও নারীদিগকে সমান রাখিতে পারিবে না যদিও ইহা চাও"। এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু মওলানা বলেন যে কোরাণ বহুবিবাহ বাতিল করেছে। তাঁরা সংখ্যায় খুব কম।

২। ঐ একই সুরা নিসা, আয়াত ১২৭ ঃ "আর তাহারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলিয়া দিনঃ আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরাণে তোমাদিগকে যাহা পাঠ করিয়া শোনানো হয় তাহা **ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান** যাহাদিগকে তোমরা

নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ করিবার বাসনা রাখ"।

কি মনে হয়? "কোরাণে তোমাদিগকে যাহা পাঠ করিয়া শোনানো হয়" মানে আগে যা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আয়াত তিনের "যাহাদিগকে ভালো লাগে"। সেটার সাথে এই "বিবাহ করিবার বাসনা রাখ" এ দু'টো মিলিয়ে নিলেই দেখবেন, "ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান " নির্দেশটা শুধুমাত্র পিতৃহীনা হতভাগিনীদের কথাই বলছে। বিবি আয়েশা (রাঃ) হুবহু ঠিক এই কথাই বলেছেন সহি বোখারিতে, আয়াতটার সুস্পষ্ট পটভুমি। আয়াতের ওই বিশেষ পটভুমিটা মানিনি বলেই আমাদের নারীরা নিষ্পেষিত হয়েছেন অপমানিত লংঘিত হয়েছেন চিরকাল। সেটা দেখা যাক এবারে, কোন একটা যুদ্ধে (ওহুদ?) অনেক মুসলমান নিহত হলে এতিমের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তখনকার সেই বিশেষ পরিস্থিতির ওপরে নির্দেশ দিয়েছিল এই আয়াত। দেখুন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের বোখারি-অনুবাদ ৭ম খন্ড হাদিস ৩৫। কিংবা বাংলাদেশ লাইব্রেরীর প্রকাশিত আবদুল করিম খানের সংকলিত সহি বোখারি পৃষ্ঠা ৬৭৮, হাদিস ২৪২৮, উদ্ধৃতিঃ-

"আয়েশা (রাঃ) কে (সুরা নিসা আয়াত ৩ ও ৪) আয়াতটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন - অনেক সময় এতিম মেয়ে ধনশালী ও সুন্দরী হইলে অভিভাবক নিজেই উপযুক্ত মোহর না দিয়া তাহাকে আপন হওয়ার সুবাদে বিবাহ করে কিন্তু এতিম বালিকা ধনবান না হইলে বা সুন্দরী না হইলে সেইরূপ করে না। এই অন্যায় রহিত করণার্থেই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে। এতিম মেয়ে সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা নাজেল হওয়ার পর লোকেরা রসুল (দঃ)কে শিথিলতার আশায় জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব কড়াকড়ি বহাল থাকার ঘোষনা করিয়া আয়াত নাজেল হইল - "তাহার আপনার নিকট মেয়েদের সম্পর্কে মসআলা জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, - আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করিতেছেন এবং পিতৃহীনা নারীগন সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি কেতাব হইতে পাঠ করা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ তাহা তোমরা প্রদান কর না এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাসনা কর (সুরা নিসা আয়াত ১২৭)"। উদ্ধৃতি শেষ।

"এই অন্যায় রহিত করণার্থেই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে" যদি হয়, তবে যেখানে "এই অন্যায়" নেই, সেখানে ওই বিয়ে কোরাণের খেলাফ। কথাটা আমি একা বলছি না। খুলে দেখুন অন্যান্যদের বক্তব্য।

১। এস.ভি. মীর আহমেদের কোরাণের অনুবাদ, "আয়াত ১২৭ সরাসরি আয়াত ৩ এর সহিত সম্পর্কিত, এইখানে নারীদের যে অধিকারের কথা বলা হইয়াছে উহা আয়াত তিন-এ বলা আছে, ... ইয়াতামান-নিসা অর্থ হইল পিতৃহীনা বালিকা"।

২। "মওলানা ওমর আহমদ ওসমানীর মতে সুরা নিসার তিন নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে শুধু পিতৃহীনা বালিকা ও বিধবার কথাই, অন্যান্য নারীগনের নহে। ইহার যুক্তি হইল এই যে, "আল্‌নিসা" শব্দের বিশেষ "আল" শুধুমাত্র ইয়াতামা অর্থাৎ এতিমের নির্দেশ করে। নতুবা শুধু "নিসা" শব্দটিই অন্যান্য নারীগনকে বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বিবাহ করিতে হইলে শুধুমাত্র বিধবা বা এতিমের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। একমাত্র এই পটভুমিতেই বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে"।
(Women's Rights in Islam- Mohd. Sharif Chowdhury).

৩। "বহুবিবাহের অনুমতির প্রকৃতি কিছুতেই অবাধ নহে"- জাষ্টিস আফতাব হোসেন- "Status of Women in Islam"

আরও অনেক অনেক আছে। এবার দেখা যাক চার বিয়ের সমর্থনে কি কি যুক্তি দেখান হয়।

১। মেয়েরা বাঁজা হতে পারে।
২। মেয়েদের এমন অসুখ হতে পারে যাতে শারীরিক সংসর্গ সম্ভব নয়।
৩। মাসে এক সপ্তাহ এবং বাচ্চা জন্ম দেবার ব্যাপারে লম্বা সময় ধরে মেয়েদের সাথে শারীরিক সংসর্গ সম্ভব নয়।
৪। মেয়েরা আগেই বুড়িয়ে যায়।
৫। পুরুষের শারীরিক চাহিদা নারীর চেয়ে ৯৯ গুন বেশী।
৬। কোন কোন মেয়ে এটা পছন্দ করেন - (বিখ্যাত ইসলামি নেত্রী আমিনা আস্‌সিলমির ভিডিয়ো)।
৭। সমাজের ভালোর জন্য পাশ্চত্যের উন্মুক্ত-যৌনতার চেয়ে এ ইসলামী আইন ঢের ভালো।
৮। দুনিয়ায় মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

১ ও ২ নম্বর কারণটা ধোপে টেকে না। ওগুলো পুরুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে কিন্তু তাই বলে আমরা বহুস্বামী প্রথা মেনে নেব না। তিন নম্বরটা জটিল মনে হলেও আসলে কোন যুক্তিই নয়। ও কারণটা পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বামীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে, আমাদের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কিন্তু তাঁরা বহুবিবাহ করেন না, তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়পালনের চেয়ে কবির কবিতার মত নিজের পরিবার গড়ে তোলার আনন্দেই জীবন কাটান। চার ও পাঁচ নম্বরদুটো কুযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু কেতাবে আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ৯৯ গুন "ইচ্ছে"র কথা বলা আছে। এই সংখ্যাগুলো কোথাকার কোন আইনষ্টাইন দিয়ে গেলেন তা বলা শক্ত। ছয় নম্বরটার কথা মেয়েরা-ই ভালো বলতে পারবেন, তবে আমার ছোট বোনকে প্রশ্নটা করায় সে রান্না করার গরম হাতা নিয়ে সগর্জনে আমাকে তাড়া করেছিল।

সাত নম্বর এক কথায় সেরে নিচ্ছি। এই আইনে যেভাবে মুসলমান মেয়েদের ওপরে অত্যাচার হয়, আর পশ্চিমে যেরকম আকাম-কুকামের ছড়াছড়ি, এ দু'টোই হল গিয়ে পচা ডিম। দু'টো পচা ডিমের মধ্যে কোনটা বেশী পচা তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ? বরং ওদেরটা ওরা সামলাক, আমাদের ঘর আমরা গুছাই। পাশ্চত্যের চেয়ে "ঢের ভালো"হবার জন্য ইসলাম আসেনি, চরম পরম মোক্ষ হবার জন্যই এসেছে। কারণ পরীক্ষায় একশ'র মধ্যে পাঁচ পাওয়া ছাত্রের চেয়ে পঁচিশ পাওয়া ছাত্র "ঢের ভালো"। কিন্তু দু'জনেই ডাব্বা মারা ফেল।

এবারে সংখ্যা। হ্যাঁ, মায়ের পেটে প্রত্যেকটা বাচ্চা প্রথমে মেয়েই হয়। তারপরে তার একটা অংশ পুরুষে রূপান্তরিত হয়, বায়োকেমিষ্ট্রির জেনেটিক্সে ওটাই পড়েছি। জাতিসংঘের ১৯৬৪ সালে বানানো তালিকায় আছে যে কোরিয়া, রাশিয়া, বিলাত, ফ্রান্স, জার্মানী, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং অ্যামেরিকায় মেয়েরা গড়পরতায় ৫২%, পুরুষ ৪৮%। অর্থাৎ প্রতি এক হাজার পুরুষের জন্য মেয়ে আছে এক হাজার আশী জন। -WOMAN AND HER RIGHTS – Maolana Allama Mutahhery.

কিন্তু তাহলে সর্বোচ্চ দুই বৌ বললেই তো যথেষ্ট হত, চার পর্য্যন্ত যাবার দরকার হল কেন কোরাণের? এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যে লক্ষ সতীনের নিয়তি লুকিয়ে আছে, মুসলিম নারীর মানবাধিকার লুকিয়ে আছে, ইসলামের নামে পিছলামি খেলও লুকিয়ে আছে। খেয়াল করুন, আয়াতটা কি সুস্পষ্ট বলেছে যে, দুনিয়ার যে কোন মেয়েকে বিয়ে করা যাবে? না, বলেনি। আয়াতটা কি সুস্পষ্ট বলেছে যে শুধুমাত্র এতিমদেরকেই বিয়ে করতে হবে? না, তা-ও বলেনি। এই অস্পষ্টতার জবাব পেতে আমাদের এ আয়াতের পটভুমিতে অর্থাৎ কন্টেক্সট-এ যেতে হবে যা ওপরে দেখানো হল সহি বোখারিতে। পটভুমি ছাড়া কোরাণের অনেক আয়াত আমাদের জন্য মারাত্মক আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। এইবার আমরা আসব একেবারে নবীজীর সুন্নতে, দেখব কি উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য। এবার দেখুন একই বোখারি, পৃষ্ঠা ৬৮৭। উদ্ধৃতিঃ-

১। হাদিস ২৪৭২, সুত্রঃ- হজরত মেসয়ার (রাঃ)। "আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠাইয়াছে জানিতে পারিয়া ফাতেমা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন - আপনার আত্মীয় স্বজনগন বলিয়া থেকে যে আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষ হইয়া একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ভাষনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে কলেমা শাহাদত পাঠ করিলেন এবং তৎপর আবুল আছ এর প্রশংসা করিয়া বলিলেন - তাহার নিকট আমার এক কন্যা বিবাহ দিয়াছিলাম। সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়াছে। নিশ্চয় ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। তাহার ব্যথায় আমি ব্যথিত হই। নিশ্চয়ই আমি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিতে চাহি না। অবশ্য এই কথা বলিতেছি যে, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসুলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই ব্যক্তির বিবাহে একত্রিত হইতে পারিবে না। এই ভাষনের পর আলী (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিলেন"।

আল্লাহর শত্রুর মেয়ে, একমাত্র এই কারণে কি নবীজী এক্ষেত্রে বিয়ে নাকচ করেছিলেন? হালাল হারাম শব্দের মত শক্ত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন? নীচে দেখুনঃ-

২। হাদিস ২৪৭৩, সুত্র-হজরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)। "আমি রসুলুল্লাহ (আঃ) কে মিম্বরে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছি - হিশাম ইবনে মুগীরা আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর নিকট তাঁহার মেয়ে বিবাহ দেওয়ার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু আমি অনুমতি দেই নাই এবং আলী (রাঃ) আমার কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে তালাক না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি অনুমতি দিব না। কেননা ফাতেমা হইতেছে আমার শরীরের অংশ। আমি ঐ জিনিস ঘৃনা করি যাহা সে ঘৃনা করে এবং তাহাকে যাহা আঘাত করে তাহা আমাকেও আঘাত করে"।

মেয়েটা এক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রুর মেয়ে ছিলনা, মুগিরা নামের সাহাবীর মেয়েই ছিল। মুগিরা নিজে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কাজেই তার মেয়ে তখন এতিম হয়নি, মুগিরা তখন বেঁচেই ছিল। কাজেই এ বিয়ে না দেবার একমাত্র কারণ হতে পারে এই যে প্রস্তাবিত কনে এতিম ছিলনা, আর কোন কারণ এর সম্ভাবনা এক্ষেত্রে নেই।

অর্থাট আমরা দেখলাম তাঁর নিজের মেয়েকে সতীনের সংসারে পাঠানোর কথা উঠলে স্বয়ং তিনিই সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন একবার নয় বরং দু'দুবার। কারণটা হতে পারে এই যে এতিম ছাড়া ও বিয়ে জায়েজ নয়। এই যুক্তি যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার মানে এই দাঁড়ায় যে দুনিয়ার সব মুসলিম নারী বহুবিবাহের নরকে যাবেন কিন্তু নবী-কন্যা যাবেন না। এ ছাড়া আর কোন বিকল্পের সম্ভাবনা থাকলে জানাবেন।

নারী-নিপীড়নের এই অভিশাপ সমস্ত মুসলিম বিশ্বে অপ্রতিহত রাজত্বে সমাসীন। এই দানবীয় সম্রাটকে আমি পনেরো বছর ধরে স্বচক্ষে দেখেচি মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ দেশে দেশে শত শত পরিবারে। মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, পাকিস্তানে ভারতে আফ্রিকার মুসলমানদের সংস্কৃতিতে এ প্রথা বন্ধ হবার কথা কোনদিন ওঠে নি। নেটে দেখলাম ইন্দোনেশিয়াতে সম্প্রতি এটা ফিরে এসেছে পলিগ্যামী রেস্টুরেন্টের চার-ব্যাঞ্জনের খাবারে আর চালু হয়েছে চার টপিং দিয়ে "পলিগ্যামী পিজা"য়। সতীনের সংসার নেই এমন গ্রাম আছে আমাদের বাংলাদেশে? দেখুন উত্তরবঙ্গের একটা এলাকার চেহারাঃ- "বহুবিবাহ প্রথা আজও বিদ্যমান। এলাকায় বেশীর ভাগ লোকের একাধিক স্ত্রী। যে বছর গোলায় বেশী ধান মেলে নুতন বিয়ের আকাংখাও বেড়ে যায়। বিয়ে করতে হবে এমন মানসিকতা বিরাজ করে। (প্রথম) স্ত্রী বাধা দিলে উচ্চারিত হয় তালাক"- পৃঃ-৬৩, ফতোয়া ১৯৯১-১৯৯৫ - শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা। আরও দেখুন, সারাংশঃ-

National News

Muslims urged to reinterpret personal laws affecting women

New Delhi, Feb 7 (UNI) The National Commission for Women (NCW) today called upon the Muslim community to review existing personal laws relating to talaq, maintenance and polygamy etc to ameliorate the socio-economic condition of their women. Ms Advani, who has taught Muslim Personal Law at the Bombay University, said the NCW during the hundreds of public hearings it held over the year has found that the problem of instantaneous talaq and multiple marriage were the ones affecting Muslim women most adversely.

অর্থাৎ তাৎক্ষনিক তালাক ও বহুবিবাহ-প্রথা মুসলিম-নারীদের গলায় দড়ি, আজ এই ২০০৪ সালের ৪ই জানুয়ারীতেও। সব মুসলিম স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে নি, করে না এবং করবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি মুসলিম নারী এই হুমকির মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে এবং কাটাবে। সতীন হোক বা না হোক, এই সম্ভাবনাকে আমি মুসলিম নারীদের সম্মানের ওপরে আঘাত মনে করি। আর, বিত্তশালী স্বামী চার বৌকে ওজনদরে সমান বাড়ী-গাড়ী দিয়ে রাখলেই বা কি? সেখানে কি ভালোবাসার তাজমহল গড়ে ওঠা সম্ভব? খন্ডিত আবেগ যে কোন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য অপমানকর। ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড অ্যালোন।

নটে গাছটি মুড়োবার আগে কিছু করোলারি (বাংলা - অনুক্রম?) প্রশ্ন করতে চাই যার জবাব আমার জানা নেই কিন্তু জবাবগুলো আমাদের পাওয়া দরকার সার্বিক স্বচ্ছতার জন্য। প্রথম প্রশ্ন, কোরাণে শুধু এতিম মেয়েদের কথা আছে, এতিম ছেলেদের কি করা হত তখন? পরের প্রশ্ন, বিয়ে ছাড়াও তো বিভিন্ন ভাবে এতিম বা বিধবাদের হক পুরণ করা যায়, যত্ন নেয়া যায়। যদি ধরেও নিই তখন সেটা পারা যেত না, কিন্তু এখন তো আমরা তা পারি। তাহলে কেউ এ বিধানটাকে যুদ্ধের বিধানের মত অতীতের বিধান বললে কি বলতে পারি আমরা? এর পরের প্রশ্ন,- এ আয়াত নাজিল হবার সময় অনেক সাহাবীর চারের বেশী বৌ ছিল। নবীজীর আদেশে সাহাবীরা পছন্দমত চার বৌ রেখে বাকীদের তালাক দিয়ে দেন (সুত্রটা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না - পরে দেব)। নির্দোষ মেয়েগুলো কেন ঘর হারাল, স্বামী হারাল তার একটা গ্রহনযোগ্য মানবিক ব্যাখ্যা থাকা দরকার। সবশেষে, আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, ব্যক্তিগত মন্তব্য বা নিবন্ধে যা-ই থাকুক, স্বামীদের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে এক মিনিটে বৌকে তালাক দেবার অন্ততঃ তিনটে পদ্ধতি আছে কোডিফায়েড অর্থাৎ বিধিবদ্ধ শারিয়ায়, তালাক, যিহার আর লেয়ান। সেগুলো প্রয়োগ করার ঘটনা-ও সহি বোখারিতে দলিলবদ্ধ আছে। বর্তমানে তাৎক্ষণিক তালাক ঘটে ইসলামী দেশের শারিয়া কোর্ট থেকে শুরু করে আমাদের ফতোয়াবাজী আদালত পর্য্যন্ত। তাহলে "সর্বোচ্চ চার বৌ" বিধানটার পায়ের নীচে মাটি থাকল কোথায়? স্বামী তো সকাল-সন্ধ্যায় তালাক-বিয়ের নাটক চালিয়ে যেতে পারে। আসলে কিছু সাহাবী এটা করেছেনও। এ পদ্ধতিতে ইমাম হাসান বিয়ে করেছিলেন আশী জনকে। আশা করি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ঠান্ডা মাথায় এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন কোন জ্ঞানী।

এসব প্রশ্নের জবাব যদি না-ও পাই, তবু একথা সত্য যে কখনো দ্বিতীয় স্ত্রী দরকার পড়ে জীবনে। এতিম, দুর্‌রে এতিম, আন্‌, নিসা, আন্‌-নিসা, ইয়াতামা ইত্যাদি শব্দের চুলচেরা বিশ্লেষণে গেলে হাজারো গোলকধাঁধায় মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব-অ্যাক্টে মুনির কমিশনের মত কোনই

শেষ সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না আমদের মওলানারা। তবে এটা ঠিক যে (১) এ আইনের পটভুমি এবং (২) এ ব্যাপারে নবীজীর সুন্নত, এই দু'টো মানলে এতিম ছাড়া এ বিয়ে গ্রহনযোগ্য হবার কথা নয়। ঘটনা যা-ই হোক, দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান পুরুষকে চিরকালের জন্য নারী-অধিকারের ব্যাপারে অনিয়ন্ত্রিত ফ্রি লাইসেন্স কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না কারণ পুরুষ যেখানে পুরুষ, সেখানে মেয়েদের দেহে তার চুড়ান্ত স্বার্থ আছে। চার বিয়ের বর্তমান সংস্কৃতি তার একটা অভিব্যক্তি মাত্র। যতদিন এই আইনকে সুকঠিন নিয়ন্ত্রনে না আনা হবে ততদিন আমাদের মা-বোনেরা অপমানিতা হতে থাকবেন, তাঁদের অনেকে অত্যাচারিতা হতে থাকবেন।

পুরুষতন্ত্র বলে কথা। নারীর দেহে তার একচ্ছত্র অধিকার সে কারও সাথে ভাগ করতে রাজী নয়, এমনকি নারীর সাথেও নয়। এইজন্যই স্বামী বিছানায় ডাকার সাথে সাথে স্ত্রীকে সবকিছু ফেলে সাড়া দিতে হবে, "না হইলে ফেরেশতারা সারা রাত স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকিবে।", এই জন্যই তথাকথিত আল্লার আইনে স্ত্রী বাবা-মা-ভাই-বোনের মৃত্যু হলেও তিনদিনের বেশী শোক করতে পারবে না। এই একমাত্র কারণ, যে কারণে পুরুষ খুন হতে আর খুন করতে প্রস্তুত, যে কোন গ্রন্থের ওপরে পা রেখে দাঁড়াতে প্রস্তুত, যে কোন স্রষ্টা-অবতার-প্রেরিত পুরুষের সাথে অতি-ধূর্ততার সাথে সর্বশক্তিতে দাবা খেলতে প্রস্তুত। আর সেই উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ধর্ম-রাষ্ট্র-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আইন বানাতে, বদলাতে ও ভেঙ্গে ফেলতে সদাপ্রস্তুত।

ইতিহাস তার সাক্ষী।